কালের কণ্ঠ

তারিখ: 29 NOV 2016
পৃষ্ঠা: ১৪ কলাম: ২

কলেজে তাণ্ডব ও প্রাণহানি

দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

প্রায় ২০০ বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ (সরকারি) করার উদ্যোগের প্রথম ধাপে ২৩ প্রতিষ্ঠানের নাম কিছুদিন আগে চূড়ান্ত করা হয়। সরকারি কলেজ নেই এমন সব উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত থেকে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক কিংবা আর্থিক প্রভাবে তুলনামূলক নতুন কিংবা ছোট কিছু প্রতিষ্ঠানও প্রাধান্য পাচ্ছে, বাদ পড়ছে যোগ্য অনেক প্রতিষ্ঠান। বঞ্চিত কিছু কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে মাঠেও নামে। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজ। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটিতে রবিবার যা ঘটেছে তাকে বেদনাদায়ক বললেও কম বলা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে পুলিশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পিটিয়েছে, দিনের সহিংসতার শেষ হয়েছে দুজন নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ কেমন আচরণ? ছত্রভঙ্গ করার নামে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কি পুলিশ রাখে?

নির্বাচিত ২৩ প্রতিষ্ঠানের একটি ফুলবাড়িয়া। আন্দোলনকারীদের ভাষ্য, বঞ্চিত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৭২ সালে; শিক্ষার্থী পাঁচ হাজার ৩০০, সাতটি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। অন্যদিকে নির্বাচিত কলেজটির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০০। ১৯৯৯ সালে কলেজটি স্থানীয় সংসদ সদস্য মোসলেম উদ্দিনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৯ সালে কলেজটির নাম পাল্টে রাখা হয় বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব মহিলা কলেজ। জাতীয়করণের ক্ষেত্রে পুরনো প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ার ঘটনায় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্যকেই দুষছেন আন্দোলনকারীরা। অবশ্য সংসদ সদস্য মোসলেম উদ্দিন বলেছেন, জাতীয়করণ নিয়ে তাঁর কোনো হাত নেই। তিনি তিনটি কলেজের নামই পাঠিয়েছিলেন, সরকার একটিকে নির্বাচন করে।

এ-জাতীয় উদাহরণ দেশে নতুন নয়। আমরা অতীতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় না খুঁজে পুলিশ প্রশাসনকে জোরজবরদস্তির কৌশল নিতেও কম দেখিনি। শিক্ষাঙ্গন একটি পবিত্র স্থান—এ কথা আমরা বারবার ভুলে যাই। ফুলবাড়িয়া কলেজের সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে হবে। শিক্ষার্থীদের দাবি ন্যায্য হলে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখাও উচিত। শিক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজনৈতিকীকরণ শিক্ষাঙ্গনের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি, এ কথার সঙ্গে রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারক—কেউই নিশ্চয়ই দ্বিমত করতে পারবেন না।

ফুলবাড়িয়া এখনো থমথমে। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় শিক্ষকের মরদেহ কলেজে আনার কর্মসূচি দেওয়ার পর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অচলাবস্থা কাম্য নয়। দুজনের প্রাণহানির সঙ্গে সম্পৃক্ততার দায় পুলিশ স্বীকার করেনি। এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভাষ্য, পুলিশ কলেজের ভেতর ঢুকে যে হামলা করেছে, তা অনেকেই দেখেছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, ঘটনার তদন্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া।